গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ (২৭ ভাদ্র ১৪২৫) তারিখ, রোজ মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও চেয়ারপারসন, একনেক
সভার স্থান	:	এনইসি সম্মেলন কক্ষ পরিকল্পনা কমিশন চত্বর
সভার তারিখ ও সময়	:	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮; সকাল ১০.০০ ঘটিকা

২.১ সভায় একনেক-এর বিকল্প চেয়ারম্যান জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ জনাব আমির হোসেন আমু, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়; বেগম মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়; খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; জনাব ওবায়দুল কাদের, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; জনাব শাজাহান খান, মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়; জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং জনাব এম, এ, মান্নান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ মুজিবুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়; স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জনাব নসরুল হামিদ, মানীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন।

২.২ নির্বাহী কমিটিকে সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সিনিয়র সচিব/সচিব/পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য/ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩. সভার শুরুতে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন যে, জুলাই ২০১৮ মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৫১% যা আগস্ট মাসে কমে ৫.৪৮% এ দাঁড়িয়েছে। ঈদের সময় সাধারণত মূল্যস্ফীতি বেশী থাকে। কিন্তু এবারের ঈদে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি না থাকায় মূল্যস্ফীতি কমেছে। এটি দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক দিক এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতিপূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, আজকের 'একনেক' সভায় বিশেষ বিবেচনায় ২টি টেবিলে উপস্থাপনসহ ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ১৮টি প্রকল্প একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১৫টি প্রকল্প, জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ০১টি এবং জিওবি, প্রকল্প সাহায্য ও সংস্থার নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে ০২টি প্রকল্প রয়েছে।

৪. জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলাম, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ বলেন যে, আজকের একনেক সভায় বিশেষ বিবেচনায় ২টি টেবিলে উপস্থাপনসহ মোট ১৮টি প্রকল্প উপস্থাপনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে ০৫টি কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের; ০২টি শিল্প ও শক্তি বিভাগের; ০৪টি আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের এবং ০৭টি ভৌত অবকাঠামো বিভাগের। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ০৩টি প্রকল্প একনেক-এর সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্য/ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণকে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনসহ আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্য/ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী প্রকল্পসমূহ একনেক-এর সদয় বিবেচনার জন্য সভায় পেশ করেন।

৫. আলোচ্য বিষয়-১ : **রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) ২য় সংশোধিত**

৫.১ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য-এর ছুটি বিকল্প হিসেবে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য জনাব সুবীর কিশোর চৌধুরী স্থানীয় সরকার বিভাগ /স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ, প্রকল্পের মেয়াদ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২১), প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৪৮১৯.৭০২২ কোটি টাকা [জিওবি ১৭৮৪.৮০৭৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (আইডিএ) ৩০৩৪.৮৯৪৫ কোটি টাকা (মূল অনুমোদিত: ৩৩৪৩.০৪৭৭ কোটি টাকা)] ইত্যাদি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় (ক) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ৪৯৩.৩৩ কি.মি. (খ) উপজেলা সড়কে ব্রিজ নির্মাণ ১৭২০.০০ মি. (গ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৪৩৩.৯৩ কি.মি. (ঘ) ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ নির্মাণ ১০২১.০০ মি. (ঙ) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ৪০৭৮.০৪ কি.মি. (চ) পিবিএমসি (Performance based maintenance contract) ৪৫০.৪৯ কি.মি. (ছ) নদী পুনঃখনন ৪৬.৯০ কি.মি. (জ) গ্রোথ সেন্টার মার্কেট নির্মাণ ৩৭টি (ঝ) জেটি/ঘাট নির্মাণ ১০টি (ঞ) গ্রাম সড়ক ও অবকাঠামো (অতিরিক্ত অর্থায়ন) ১৪৩৩.১২ কি.মি. ইত্যাদি কাজ করা হবে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনের কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রকল্পের ঋণ চুক্তি বিলম্বে কার্যকর এবং ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালটিং ফার্ম নিয়োগে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে রাজস্ব খাতের ব্যয় বৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি, ২০১৭ সালের বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্বাসনে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কারণে ভৌত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে প্রকল্পটি ২য় সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন যে, বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বন্যা অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। দেশের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি দেশের ৫টি বিভাগের ২৬টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭ সালের বন্যায় উক্ত ২৬টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলার সড়ক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সকল ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও অবকাঠামো পুনর্বাসনে বিশ্বব্যাংক অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। এর ফলে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বলেন যে; এ প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়নের বিষয়ে আগামীকাল অর্থাৎ ১২-০৯-২০১৮ তারিখ বিশ্বব্যাংকের সাথে নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের বিষয়ে আগামী মাসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বন্যা আমাদের দেশের নিত্যসঙ্গী। বন্যাকে মোকাবেলা করেই আমাদের উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে বিবেচনায় যত বেশী সম্ভব শীত মৌসুমে কাজ করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

৫.২ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) "রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) ২য় সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৮১৯.৭০২২ কোটি টাকা (চার হাজার আটশত উনিশ কোটি সত্তর লক্ষ বাইশ হাজার) [জিওবি ১৭৮৪.৮০৭৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (আইডিএ ঋণ) ৩০৩৪.৮৯৪৫ কোটি টাকা] প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হল।

৬. আলোচ্য বিষয়-২ : পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ

৬.১ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য-এর ছুটি বিকল্প হিসেবে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ, প্রকল্পের মেয়াদ (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০), প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১০২.০০ কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে (ক) ব্রিজের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ ৪৬৯ মিটার (খ) সিঙ্গেল স্প্যান ডাবল লেন স্টিল ট্রাস ব্রিজ সরবরাহ ও স্থাপন ১০৭.২৫ মি. (গ) এপ্রোচ রোড নির্মাণ ১১৫০ মি. (ঘ) প্রটেক্টিভ ওয়ার্ক, মাটির সক্ষমতা বৃদ্ধি (ঙ) সোলার ইলেকট্রিফিকেশন ও এলইডি লাইটিং ৯০টি। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অসমাপ্ত ব্রিজটি নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকায় উন্নত সড়ক কানেকটিভিটি, কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে।

সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন যে, ইতোপূর্বে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত "ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প: পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে ৪৬৪.৭৫ মি. দৈর্ঘ্যের এ সেতুটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত প্রকল্পের আওতায় লোহালিয়া ব্রিজের বাস্তবায়ন কাজ চলমান অবস্থায় পায়রা সমুদ্র বন্দর স্থাপন করায় লোহালিয়া নদীকে প্রথম শ্রেণির নৌ-রুটে উন্নীত করা হয়। ফলশ্রুতিতে ব্রিজের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ ব্রিজের ডিজাইনে পরিবর্তন করে ভার্টিক্যাল ও হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা

দেখা দেয়ায় সেতুর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ব্রিজের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৫৭৬ মিটার।

মাননীয় মন্ত্রী, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেন যে, লোহালিয়া নদীকে প্রথম শ্রেণির নৌ-রুটে উন্নীত করায় এ অঞ্চলের জনগণ এ নদী দিয়ে পায়রা থেকে সহজে ঢাকায় চলাচল করতে পারবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সাধারণ ব্রিজের ডিজাইন অনুযায়ী আগে এ সেতুটি নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে পায়রা বন্দর স্থাপন করায় ব্রিজের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ ডিজাইনে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। তিনি দ্রুত ব্রিজটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৬.২ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) "পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১০২.০০ কোটি টাকা (একশত দুই কোটি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হল।

৭. আলোচ্য বিষয়-৩ : ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং

৭.১ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য-এর ছুটি বিকল্প হিসেবে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ, প্রকল্পের মেয়াদ (মার্চ ২০১৮ হতে জুন ২০২১), প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ২৯১.৪৯৪৬ কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং করার লক্ষ্যে (ক) নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ৫.৩৮০ কি.মি. (ক) এন্ডটার্মিনেশন ২৮৩ মি. (ক) নদী ড্রেজিং কাজ (৯৭.৬৫ লক্ষ ঘ.মি.) ৬.৩০ কি.মি. ইত্যাদি কাজ করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, ফরিদপুর জেলার সদরপুর (চন্দ্রপাড়) ও ভাংগা উপজেলাধীন দুয়াইর দরগা বাজার ও জিক্কার মোড় এলাকা আড়িয়াল খাঁ নদীর ডান তীরে অবস্থিত যা ভাঙানের কবলে পড়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, কমিউনিটি ক্লিনিক, হাটবাজার, রাস্তা-ঘাট ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

ভারপ্রাপ্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, প্রকল্প এলাকার ডিজাইনে যে সকল ডুবোচর রয়েছে সেগুলো কেটে নদীর পাড়ে তীর সংরক্ষণের কাজ করা হবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৬.৩০ কি.মি. ড্রেজিং এর কাজ করা হবে। উক্ত এলাকায় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ও আরেকটি প্রকল্পের আওতায় ১৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেজিং করছে বিধায় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিজাইনটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

২৩. আলোচ্য বিষয় : মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন)টি প্রকল্প একনেক-এর সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়:

আলোচ্য বিষয়	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা (মোট প্রকল্প ব্যয়) (কোটি টাকায়)	অনুমোদনের তারিখ
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ:				
১.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, রাজশাহী প্রকল্প ব্যয়: ৪৭.৯৯৮৯ কোটি টাকা	০৪.০৭.২০১৮
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ:				
২.	পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) প্রকল্প ব্যয়: ১৭.৬৪২৭ কোটি টাকা	০১.০৮.২০১৮
৩.	হাতিরঝিল লেকের দুষিত পানি পরিশোধন	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ব্যয়: ৪৮.৯০ কোটি টাকা	১৯.০৮.২০১৮

২৩.১ মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত উপর্যুক্ত ০৩টি প্রকল্প সম্পর্কে একনেক অবহিত হল।

২৪. ফলপ্রসূ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
১৬.০৯.১৮	১৭/০৯/১৮	১৭.০৯.২০১৮
(মোঃ জিয়াউল ইসলাম)	(এম. এ. মান্নান)	(আ হ ম মুস্তফা কামাল)
সচিব	প্রতিমন্ত্রী	মন্ত্রী
পরিকল্পনা বিভাগ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত/-
২০/৯/১৮
(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
ও
চেয়ারপারসন, একনেক